রক্তকরবীর নানাকথা

সংকলন ও সম্পাদনা সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জী

রক্তকরবীর
নানাকথা

র ক্ত ক র বী র
না না ক থা

সংকলন ও সম্পাদনা
সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ

RAKTAKARABIR NANAKATHA
Collection, Edited & Published by : Soumitra Kumar Chatterjee
Natya Katha Prakashan Bibhag

প্রথম প্রকাশ : ১লা জুলাই ২০১৫

© শরণ্যা চ্যাটার্জী

ISBN : 978-81-931050-1-6

প্রচ্ছদ : সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী
নামাঙ্কন : দেবাশিস বিশ্বাস

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগের পক্ষে সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী কর্তৃক 'অনিলা' ২১/ই এম. এম. ফিডার রোড আড়িয়াদহ কলকাতা-৫৭ থেকে প্রকাশিত এবং তনুশ্রী প্রিন্টার্স ২১বি, রাধানাথ বোস লেন কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। যোগাযোগ : ৯০৫১১১১৭২৪/৯৮৮৩৩৮৮৩৫৮

মূল্য : ৩০০ টাকা

জন্মশতবর্ষে শম্ভু মিত্রের প্রতি

পাঠক্রম

পর্ব এক
বিষয় : রক্তকরবী

রক্তকরবী : তত্ত্ব রসভাষ্যে ভাবকল্প
ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭
রক্তকরবীর পুরাণ-অনুষঙ্গ
শিপ্রা গাঙ্গুলী (চক্রবর্ত্তী) ৫৩
রক্তকরবী ঃ প্রসঙ্গ মিথকথা
শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
রক্তকরবীর নেপথ্য ভাবনা
ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ৬১
রক্তকরবী নাটকের প্রথম খসড়া
মধুমিতা বসুচক্রবর্তী ৬৬
রক্তকরবী নামকরণ যথাযথ
রুবী চট্টোপাধ্যায় ৬৮
রূপক-সাংকেতিক নাটক—রক্তকরবী
ড. সোমালি কুণ্ডু ৭০
রক্তকরবী : নাট্যগঠন
প্রণবকুমার দা ৮২
"রক্তকরবী" নাটকে রং-এর ব্যবহার
লক্ষ্মীকান্ত মান্না ৯৩
"রক্তকরবী" : গান : প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রতিবাদী ভাবনা
চিত্রা মণ্ডল ৯৭
'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'...
সেক আপতার হোসেন ১০৮
রক্তকরবী ঃ গানে গানে
উদয় সরদার ১১৩
"রক্তকরবী" নাটকের চিত্রকল্প ঃ নাট্যদ্বন্দ্বের যথার্থ উদ্ভাসন
দেবরাজ হাওলাদার ১২০

রক্ত করবী ঃ প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্ব
দুরন্ত মণ্ডল ১২৮
সাদা চোখে রক্তকরবী
তরুণকুমার দে ১৩৪

পর্ব দুই
রক্তকরবী : চরিত্র

নন্দিনী—ঈশানী পাড়ার নন্দিন
ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭
নন্দিনী এক বিপ্লবী নারী
সাগর বিশ্বাস ১৫৫
নন্দিনী কল্যাণময়ী রূপের প্রতিচ্ছবি
পাঞ্চালী মুখোপাধ্যায় ১৬০
নন্দিনী মানবীর ছবি
বিজয়কুমার দাস ১৬৫
যন্ত্রমানব বনাম নন্দিনী
বিলকিস পারভীন ১৭০
রক্তকরবী : কিশোর নন্দিনী ও বিশু-র
প্রেমের লীলা ও সম্পর্কের বিনির্মাণ
ফণীভূষণ মণ্ডল ১৭৯
রাজা : নন্দিনী : যক্ষপুরী
প্রীতিপ্রভা দত্ত ১৮৬
অধ্যাপক ও নন্দিনী
মৈনাক মুখোপাধ্যায় ১৯৩
শাশ্বত যৌবন ও বিপ্লবের প্রতীক রঞ্জন
দেবদাস গায়েন ১৯৮
যৌবনের প্রতিবাদ : যন্ত্র মানবের পরিবর্তন
ড. সুরঞ্জন মিদ্দে ২০৬
অভিমুখ : রঞ্জন—প্রসঙ্গ : রক্তকরবী
তারক সেনগুপ্ত ২১৫
'রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি'
বৈশাখী কুণ্ডু ২৩৪

রঞ্জনের উল্টো পিঠ বিশু
তুহিনা বেগম ২৩৮
রক্তকরবীর "রাজা"—ভাব ও বস্তুর সম্মিলন
ড. কুন্তল মুখোপাধ্যায় ২৪৬
'রক্তকরবী'-র মকররাজ : একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ
সিদ্ধার্থ সেন ২৫২
বয়ঃসন্ধির মনস্তত্ত্ব ও 'রক্তকরবী'-র কিশোর
স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী ২৫৮
অধ্যাপক
অপর্ণা মণ্ডল ২৬৫
ব্যতিক্রমী দম্পতি : চন্দ্রা ও ফাগুলাল
বাপুলী মণ্ডল ২৭৩
নন্দিনী ও চন্দ্রা
সিদ্ধার্থ চক্রবর্ত্তী ২৭৮
চন্দ্রা
কাকলি দাশগুপ্ত ২৮৪
ব্যতিক্রমী দম্পতি : চন্দ্রা ও ফাগুলালরা—ঈশানীপাড়ার চিত্র
শুভা দাস ২৮৬
গোঁসাই
চন্দনা তেওয়ারী ২৯১
রক্তকরবী নাটকের সর্দার চরিত্র
শশীকান্ত সরকার ২৯৬
সর্দার
সাধনা রং ২৯৯
রবীন্দ্রনাটকে জনতা ও রক্তকরবীর বিপরীত মেরুতে অবস্থান :
অপ্রধান চরিত্র
গৌতম চন্দ্র বাড়ৈ ৩০৪

পর্ব তিন

বলয় : রক্তকরবী

'রক্তকরবী' ঃ শেকড় সন্ধান এবং পথের নিশান
ড. অনীত রায় ৩১৫

রক্তকরবী নাটকজাল : বন্ধন ও মুক্তি প্রসঙ্গ
ড. শাওলি মুখোপাধ্যায় ৩৩১
'রক্তকরবী'—রবীন্দ্রনাটকের অসাধারণত্য
মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৬
যক্ষপুরীর শাসকেরা
ড. মনোজ গুহ ৩৪০
নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার নিরিখে রক্তকরবী
ড. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৪৪
রক্তকরবী ঃ মানবতাবোধের নাট্যভাষ্য
দেবাশিস বিশ্বাস ৩৪৯
রক্তকরবী : নির্বাসিত কৃষক ও কৃষিজীবনের দলিল
অভিষেক মুসিব ৩৫৭
'রক্তকরবী'-র রবীন্দ্রনাথ : পাঠ, অনুপুঙ্খ, বিশ্লেষণ
শংকর কুণ্ডু ৩৬২
রক্তকরবী ও আজকের নন্দিনীরা
অসিত মুখোপাধ্যায় ৩৭৭
প্রযোজনার নিরিখে ঃ রক্তকরবী
অপূর্ব দে ৩৮১
'রক্তকরবী' র নন্দিনী ও নন্দিনী রূপে তৃপ্তি মিত্র
দেবপ্রিয়া বিশ্বাস ৩৮৯
রক্তকরবী এবং....
ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০২
বিরোধিতা থেকে বন্দনা : বহুরূপীর রক্তকরবী
প্রভাতকুমার দাস ৪০৫
রক্তকরবী : রাজনৈতিক
শুভঙ্কর ঘোষ ৪১৬
মার্কসীয় চেতনায় রক্তকরবী
সুব্রত কুমার পাল ৪১৯
মানব চেতনার রং 'রক্তকরবী'
শৈলেন সাহা ৪২৭

লেখক পরিচিতি ৪৪১

মুখবন্ধ

'রক্তকরবী' নাটক নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই। বহু তাত্ত্বিক বহুরকমভাবে এ নাটকের আলোচনা করে চলেছেন বহুদিন ধরে। আমাদের এই কাজ আমরা 'রক্তকরবী' প্রযোজনার পথিকৃত নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রর জন্মশতবর্ষকে মাথায় রেখে তাঁর প্রতি উৎসর্গ করলাম।

মানুষের বেদনা আর জয়গানের জলছবি 'রক্তকরবী'। 'রক্তকরবী' নাটককে নাটক না বলে মহানাটক বলা ভালো। এই মহানাটকটি কবি মঞ্চস্থ করতে পারেন নি, মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছেন নানা সময় নানা ভাবে কিন্তু তা নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছে। শিশির ভাদুড়ী বিরত থেকেছেন। আমার কাছে প্রশ্ন জাগে শিশির ভাদুড়ীর মতো আধুনিক নাট্যব্যক্তিত্ব কেন বিরত থাকলেন? পরে গণনাট্যের ভাবরসে জারিত শম্ভু মিত্র মহাশয় তাঁর নিজস্ব বোধ ও ভাষাতেই 'রক্তকরবী' প্রযোজনা করেছেন এবং তা আমাদের কাছে অমূল্য ইতিহাস হয়ে গেছে। 'রক্তকরবী' রচনা থেকে প্রযোজিত হতে (১৯২৩-৫৪) প্রায় ত্রিশ বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হল। সেদিন বহুরূপীর প্রযোজনা না হলে আমাদের থিয়েটার মহলকে আরো আরো কয়েক দশক হয়তো চুপচাপ বসে থাকতে হত এই মহানাটকটিকে ঠিকঠাক ভাবে পাবার জন্য।

রক্তকরবী প্রতিবাদী মানুষের জীবনকথার অন্তরঙ্গ দৃশ্যপট। শোষিত মানুষের জয়গান। সভ্যতার সংকটমোচনে হাতিয়ার। বিজ্ঞান ও প্রকৃতির মিলনবিন্দু। চিরকালের প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন কীভাবে গ্রামীন শিল্প ও অর্থনীতি ভেঙে ছারখার হয়ে যাচ্ছে শিল্পবিপ্লবের হাতে। শুধু গ্রামবাংলা বা ভারতবর্ষ নয়। গোটা বিশ্বে একইভাবে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে সভ্যতার ছবি। এক ভয়ংকর দানবীয় কালো মূর্তির আভাস তিনি অগ্রিম পাচ্ছেন। তিনি অনুভব করছেন এর প্রভাবে কেমন করে বৃহত্তর সমাজ ও পল্লীসমাজ ভাঙছে। তিনি বলছেন 'আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনে সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগরের চটকলে মরতে আসবে কেন?'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ১৯২১ সাল, পুঁজিবাদের নগ্ন ছবি কবি দেখছেন আমেরিকা ভ্রমণে গিয়ে। ১৯২২ সালে এক বিশেষ আদর্শ নিয়েই শ্রীনিকেতন স্থাপন করছেন। আর তার সাথে সাথেই লিখছেন 'মুক্তধারা'-র মতন মানবতাবাদী আর যন্ত্রসভ্যতা ও মানবসভ্যতার ভয়ংকর লড়াইয়ের নাটক। এর পরে দেখছি ১৯২৩ সালে 'রক্তকরবী' রচনা। এই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে কবির বিশেষ চেতনা। তাতে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রকৃতি ভাবনা ও শোষক আর শোষিত মানুষের জীবনকথা আর শ্রেণিসংগ্রাম ভাবনা। আর যন্ত্রসভ্যতা ও মানবসভ্যতা লড়াইয়ের মীমাংসাসূত্র কেমন হবে তার আভাস। তিনি বুঝেছিলেন বিজ্ঞানের হাতেই সভ্যতার বাঁচা মরা। রক্তকরবী তাই বিজ্ঞান ও প্রকৃতির মিলনবিন্দু হয়ে উঠছে কবির কলমে।

প্রসঙ্গত যে কথা বলা যায় 'রক্তকরবী' নাটক আমাদের বিশেষভাবে ভাবায়। নানান প্রশ্ন নানা কথা ঘুরপাক খায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেইসব ভাবনার পথ খুলে রেখেছেন এই নাটকে। তিনি একাধিকবার কেন নাটকটা পাল্টাচ্ছেন? দশ-এগারোবার পাল্টানো মুখের কথা নয়। তাঁকে পাল্টাতে হচ্ছে কেন? এমন নয় তাঁর এটি প্রথম নাটক। তিনি কিন্তু ইউরোপীয় নাটক, ভারতীয় নাটক সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। তিনি এর আগে একাধিক নাটক লিখেছেন। মুক্তধারার মতো নাটক লিখেছেন। ডাকঘর লেখা হয়ে গেছে। আসলে পাল্টানোর মূল কারণ 'রক্তকরবী' নিয়ে তার অনেক ভাবনা ছিল, স্বপ্ন ছিল। তাহলে এটা ধরে নিতে হবে কী তিনি নিজেও রক্তকরবীকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছতে পারছিলেন না। কীভাবে নাটকটা সাজাবেন সে ব্যাপারেও ভাবছেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনা অর্থনৈতিক ভাঙন বিশ্ব রাজনীতি এবং মানবসভ্যতার সঙ্কট যন্ত্রসভ্যতার দৌরাত্ম্য সবই এ নাটকে প্রতিফলিত হচ্ছে। যার থেকে আমরা পরে পূর্ণাঙ্গ রক্তকরবী পাচ্ছি। ভিতরে ভিতরে এই জারণ বিজারণ আর সময়কে আত্মস্থ করার চেষ্টা সেখান থেকেই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে 'রক্তকরবী' নাটককে সম্পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই তাঁর এই বার বার পরিবর্তনের ভাবনা বলেই আমার মনে হয়। কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যায় 'রক্তকরবী' নাটক নিয়ে। কবি এখানে রাজাকে বার করে আনছেন তার খাসতালুক থেকে। নন্দিনী নামে একজন নারীর হাত ধরে তিনি বেরিয়ে আসছেন এবং অন্য পথেই যাত্রা করছেন। কেন? এ প্রসঙ্গে রাজার একটি সংলাপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। রাজা বলছেন—'ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।—ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।' এই বেরিয়ে আসাটা কি ব্যক্তিপ্রেমের প্রভাব অথবা আদর্শের অন্যরূপ বা সাময়িক ভেক পাল্টানো নতুন করে শক্তি সংগ্রহ করার জন্য? আমরা কোনটা ধরব? কবি এখানে তেমনভাবে নির্দিষ্ট কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছেন কী? কবি ভাববাদের তত্ত্ব এবং মার্কসীয় তত্ত্বের গূঢ়তম সূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। 'রক্তকরবী' নাটকে এই মিশ্রণ নাটকটিকে একটি ভিন্নমাত্রার নাটক করে তুলতে কতটা সাহায্য করছ, সেটাও মাঝেমধ্যে ভাবায়। এ নাটককে রূপক সাংকেতিক নাটক বলে চিহ্নিত করছি অথচ কবি এ নাটককে রূপক সাংকেতিক নাটক বলতে নারাজ। এটাও আমাদের কাছে ধোঁয়াশা। কেন এমন?

সভ্যতার সঙ্কটমোচনে ও উত্তরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান দরকার। এই মহানাটক সেকথাই বলছে। এখানে রাজা আছে, নন্দিনী আছে, সর্দার আছে, আরও অনেকের সাথে রঞ্জনও আছে। রাজা বলছেন 'চল আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন।' রাজা আরও বলছে 'আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক—তাতেই আমার মুক্তি'। একমাত্র এই পথেই সমাজের উত্তরণ হতে পারে একথাই কবি আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছেন। 'রক্তকরবী' নাটক সেই কারণেই মহানাটক এবং চিরপ্রাসঙ্গিক। আসলে কবি যে বাস্তববিমুখ মানুষ নন।

বিভিন্নভাবে রক্তকরবীকে ধরার চেষ্টা করা হল বহু প্রাবন্ধিকের কলমে। যদিও একথা বলতে হবে 'রক্তকরবী' নাটক নিয়ে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে (শম্ভু মিত্রের প্রযোজনার পর

থেকে মূলত) বিস্তর আলোচনা হয়েছে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আমাদের বিশ্বাস সমাজতত্ত্বের আধারে নির্মিত এ নাটকের আলোচনার শেষ নেই। সময়ের সাথে সাথে এ নাটক প্রাসঙ্গিক। আমাদের এই ধরনের প্রয়াস সফল হবে যদি পাঠক ও গবেষকদের কাজে লাগে।

নবীন এবং প্রবীণ প্রাবন্ধিকরা এই সংকলনে তাঁদের মতামত দিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব ভাবনায় এবং নিজস্বতায়। এটাই এ সংকলনের সম্পদ। যাঁরা আমাদের এই কাজকে সফল করতে সহযোগিতা করলেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা ঋণী রইলাম।

নবীন এবং প্রবীণ প্রাবন্ধিকরা এই সংকলনে তাঁদের মতামত দিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব ভাবনায় এবং নিজস্বতায়। এটাই এ সংকলনের সম্পদ। যাঁরা আমাদের এই কাজকে সফল করতে সহযোগিতা করলেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা ঋণী রইলাম।

এ নাটকে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ছবিগুলিকে যথাযথ সম্মানের সাথে আমরা আমাদের প্রচ্ছদে ব্যবহার করলাম।

সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী

১/৭/১৫
অনিলা, আড়িয়াদহ